সংবাদ

তারিখ 17 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

### আমলাদের অদক্ষতা ও সিদ্ধান্তহীনতা

# স্থবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট

রাকিব উদ্দিন

আমলাদের অদক্ষতা ও সিদ্ধান্তহীনতায় এক মাস ধরে স্থবির হয়ে আছে 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট'। এক মাসের বেশি সময় ধরেও এ ট্রাস্টের সদস্য সচিব নিয়োগ দিতে পারেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পুনর্গঠন করতে পারেনি পরিচালনা বোর্ড। ফলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ আছে। এতে আটকে গেছে ২ হাজার ৫১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী অবসরভাতার চেক। এছাড়া হাজার হাজার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারী ভাতার জন্য আবেদনই করতে পারছে না। অবসরভাতা উত্তোলন করতে না পেরে কয়েক হাজার অসুস্থ ও মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছে।

জানা যায়, সারাদেশের এমপিওভুক্ত প্রায় ২৯ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অবসরভাতা প্রদানের কাজ করে 'বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট'। এ ট্রাস্টটি পরিচালিত হয় ২১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে। এর চেয়ারম্যান হলেন শিক্ষা সচিব। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক পদাধিকার বলে এ ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান। তবে এ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন সদস্য সচিব। এছাড়া ১০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের পাঁচজন কর্মকর্তা এবং তিনজন কর্মচারী নিয়ে এ ট্রাস্ট গঠন হয়। এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদকে বলেছেন, 'আমরা চাই অবিলম্বে এ প্রতিষ্ঠানের বোর্ড পুনর্গঠন শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

## শিক্ষক : কর্মচারী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করা হোক। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের হয়রানি মারাত্মক রূপ নিয়েছে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত ১৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের মেয়াদ (তিন বছর) শেষ হয়েছে। এর সদস্য সচিব ছিলেন সরকারের আস্থাভাজন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু। তার সুদক্ষ ও সৃজনশীল নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। সাধারণত সব সরকারের আমলেই দেখা গেছে, সরকারসমর্থক শীর্ষস্থানীয় শিক্ষক নেতাদের একজনকে ওই প্রতিষ্ঠানের সদস্য সচিব নিয়োগ দেয়া হয়। ওই ট্রাস্টের সর্বশেষ সভায় (১৩ সেপ্টেম্বর) ২ হাজার ৫১৭টি চেক (৪৩ কোটি ২৬ লাখ টাকা) অনুমোদন করা হয়। এরমধ্যে সাধারণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের চেক এক হাজার ৭৮১টি এবং বাকি ৭৩৬টি চেক গুরুতর অসুস্থ ও মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের। কিন্তু এ সদস্য সচিবের তিন বছরের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্থবির হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধ কর্মচারীদের বেতনভাতাও। মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, 'কল্যাণ ট্রাস্টের পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠনের জন্য গত সপ্তাহেই শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীকে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় তিনি এ কাজে মনোনিবেশ করতে পারছেন না। ফলে প্রতিষ্ঠানটির সব অর্জন ভেস্তে যাচ্ছে।' তবে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে শিক্ষা সচিবের সঙ্গে সেলফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি তা ধরেননি। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানায়, গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষক হয়রানি, দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট। এ সরকারের আমলে এ প্রতিষ্ঠানটি অনিয়ম ও দুর্নীতির বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে এসে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণে কাজ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। শিক্ষামন্ত্রী প্রায়ই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য উল্লেখ করে বলতেন, 'আগে শিক্ষকরা চেকের পেছনে দৌড়াত, আর এখন চেকই শিক্ষকদের পেছনে পেছনে দৌড়ায়।' অথচ আমলাদের সিদ্ধান্তহীনতায় শিক্ষা প্রশাসনের অন্যতম সফল এ প্রতিষ্ঠানটিতে এখন মারাত্মক স্থবিরতা বিরাজ করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু সদস্য সচিব থাকাকালে গত তিন বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি ৩১ হাজার ১৯৮ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৪০২ কোটি টাকার অবসরভাতা প্রদান করা হয়েছে। এর আগে গত সরকারগুলোর সময়ে ১২ বছরে মাত্র ৭৬ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে মাত্র ৩৩৬ কোটি টাকার অবসরভাতা প্রদান সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া সাবেক জোট সরকারের সময়ে ঘুষ না দিলে শিক্ষকদের অবসরভাতা পেতেও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতো। এ সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটি দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকদের সেবা প্রদানে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে।